কুরআ'নীয় অভিধান

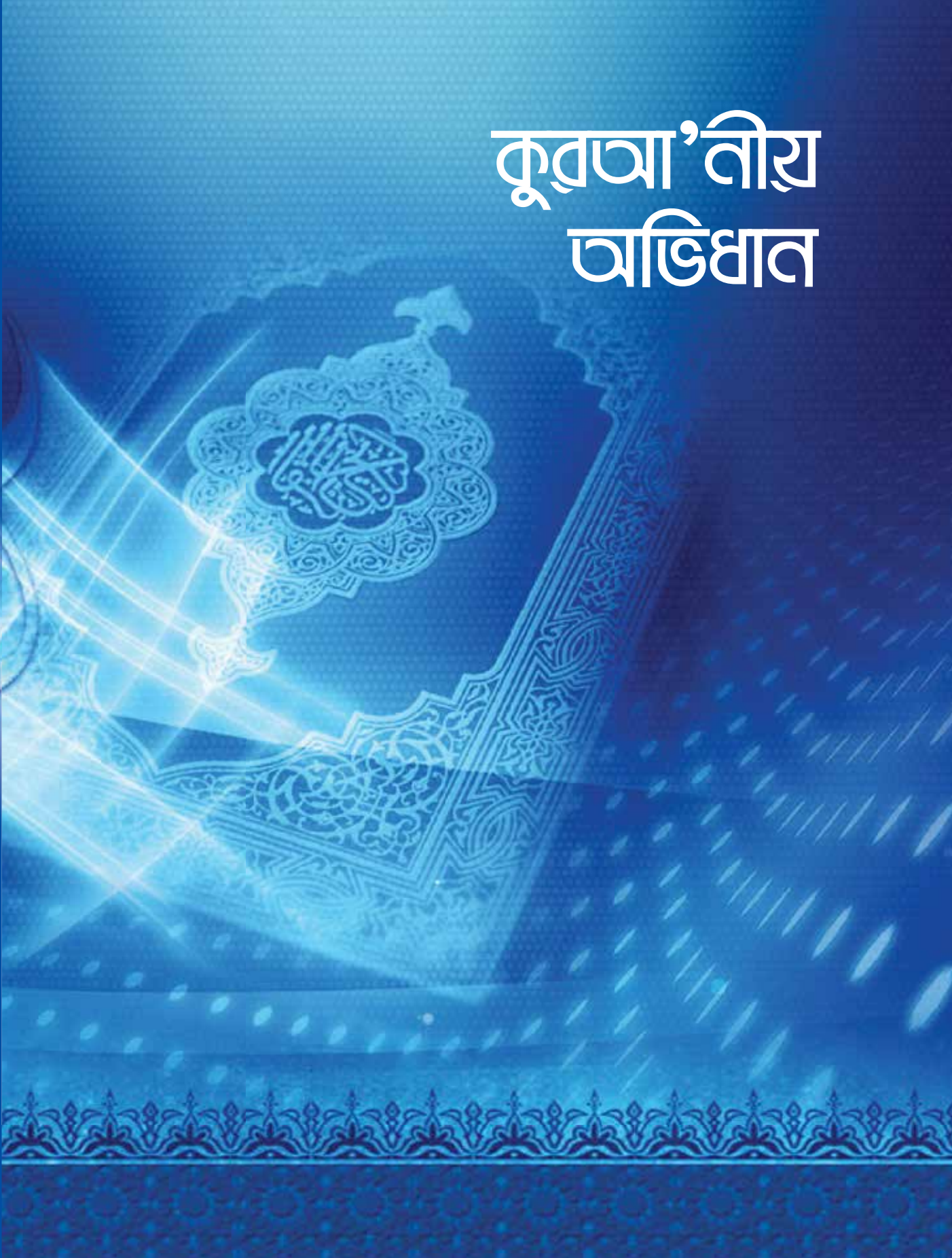

কুরআ'নীয় অভিধান

মৌলিক শব্দাবলি
শব্দ পরিচিতি ও শব্দার্থ

মুহাম্মদ আবু হেনা
মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

সম্পাদক

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

৫২/এ লেকসার্কাস কলাবাগান (২য় তলা), ঢাকা-১২০৫
মোবাইল:০১৮১৭৫৬৭৬৭৬, ০১৫৩-৯৯১১০৮
ইমেইল: myeahia44@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ত এবং প্রকাশানায় @ সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ, ২০১৬

তৃতীয় সংস্করণ: অক্টোবর, ২০১৮

পৃষ্ঠা বিন্যাস ও মুদ্রণ সহযোগীতায়

মুমবিত ক্রীয়েশন
কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল বিজনেস ইউনিট
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ
বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২
ওয়েব: www.aqsbd.com, ইমেইল: info.aqsbd@gmail.com টেলি: ০১৯৭৪৪০৩৫৯২

আল বালাগুল মুবীন
১০৬ পশ্চিম ধানমন্ডি শংকর চেয়ারম্যানগলি, ঢাকা, ফোন: +৮৮০১৭৫৫৮৩৯১১৯
ইমেইল: albalaghualmubinu@gmail.com
https://www.facebook.com/Albalaghulmubin-1505059516467781/

Online Searchable Version: http://ejtaal.net/aa/
অনলাইন সার্চ সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা'র জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৫০১১৬৪০

ISBN: 984-500-002682-4

বিনিময় মূল্য: ৪০০.০০ টাকা

Qura'niya Avidhan
(Root words, acquaintance of words & word meaning)
Compiled by: Muhammad Abu Hena
Edited by: Mohammad Yeahia

MRP : Tk. 400.00 (US $ 5.00)

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালারই প্রাপ্য। সালাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর। রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপর।

কুরআন সকল মানুষের জন্যই জীবন বিধান। প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর কুরআনের জ্ঞান অর্জন অবশ্যই কর্তব্য। যেহেতু বাংলা ও ইংরেজি ভাষা থেকে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন সেহেতু কুরআনের ভাষায় কুরআন বুঝতে হলে আরবি ভাষার শব্দপ্রকরণ/ শব্দগঠন প্রণালী জানতে হবে।

ভাষা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই অভিধানের প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই কুরআনের অভিধান প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া। আলহাম্‌দুলিল্লাহ, 'কুরআনীয় অভিধান' এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

এই অভিধানটি সম্পাদনা করতে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, যিনি আরবি ব্যাকরণের প্রযোজনীয় নিয়মকানুনের ব্যাখ্যাসহ গত প্রায় ১৮/২০ বৎসর ধরে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআ'ন বুঝে পড়ার শিক্ষাক্রমে দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ অব্যাহত রেখেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই অভিধানটি প্রণয়ন, মুদ্রণ ও পরিবেশনার কাজে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

যারা অভিধান পরামর্শ করে কুর'আনের জ্ঞানার্জনে রত আছেন তাদের প্রচেষ্টাকে এই অভিধান সহজ করে দেবে এই মোনাজাত করি। আল্লাহ যেন আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

আমাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হউক; আমীন।

মুহাম্মদ আবু হেনা

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালারই। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করছি ও ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। আমাদের মনের দুষ্টামী ও মন্দ-কাজের অনিষ্ট হতে আমরা তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না; এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ সৎপথে পরিচালিত করতে পারে না। সালাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর। রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপর।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে উত্তম দৈহিক আকৃতি দিয়ে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ইহকালীন সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির নিমিত্তে তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়েতের বাণী যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী ও রাসূল উম্মতের জন্য ঐশী গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি উম্মতের প্রতিটি জাগতিক কর্মকান্ডের জন্য উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ-তাআলা আমাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর উম্মৎ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। কুরআ'ন হলো আমাদের ঐশী গ্রন্থ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কুরআ'নের ব্যাখ্যা ও ইহকালীন কর্মকান্ডের পথনির্দেশ হিসেবে আমাদের নিকট রয়েছে রাসূল (স,)-এর হাদিস।

আমরা সকলেই জানি কুরআ'আন ও হাদিসের ভাষা আরবি। কুরআ'নের তাফসীরসহ কুরআ'ন ও হাদিসের অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের নিকট থাকায় এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ হতে কুরআ'ন ও হাদিসের বাংলা অর্থ আমরা জেনে নিতে পারি। কিন্তু নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মতো কুরআ'ন তিলাওয়াতও একটি ইবাদত। নামাযের মধ্যে কুরআ'নের সূরা তিলাওয়াত, তাশাহুদ, দুআ'া, দরূদ, তাসবী সব কিছুই আরবিতে পড়তে হয়। আরবি ভাষা না জানার কারণে এগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি না এবং নামাযের পূর্ণ 'হক' আদায় হয় কি না আমরা নিশ্চিৎ হতে পারি না। নামাযে যথাযথভাবে মনোযোগী হতে হলে কুরআ'ন তিলাওয়াতের সময় তার অর্থ অনুধাবন করা একান্তভাবে কাম্য। কুরআনের মধ্যেই কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার তাগিদ রয়েছে; এই সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত নিম্নরূপ:

كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা ইহার আয়াতসমুহ অনুধাবন করে, এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা গ্রহণ করে উপদেশ; ৩৮:২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا

(তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ? ৪৭:২৪)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

(তবে কি তারা কুরআ'ন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত; (৪:৮২)

وَّهٰـذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ

(কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবি ভাষা'; ১৬:১০৩)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

(আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য; ১৪:৪)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে; ১৬:৪৪)

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

(আরবি ভাষায় এই কুরআ'ন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে; ৩৯:২৮)।

আয়াত নং ২:১৬৪, ২১৯; ১০:২৪; ১২:২; ১৬:৬৪,৬৫,৬৭,৬৯; ২০:৫৪; ২১:১০; ২৪:৪৫; ২৮:৬০,৭২; ৩০:২১-২৪; ৩৯:৪২; ৫০:৩৭; ৫৭:১৮ এর মধ্যেও কুরআন বুঝে পড়ার তাগিত রয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো আয়াত আছে।

কুরআ'নের অর্থ অনুধাবন করতে হলে কুরআনের ভাষা অর্থাৎ আরবি আমাদেরকে জানতে হবে। আমাদের দেশের মাদরাসায় আরবি শিখানো হয় এবং মাদ্রাসায় আরবি শেখার প্রণালী একটি দীর্ঘ মেয়াদী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। তাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকজনের পক্ষে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবি শেখা অথবা ঐ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে নিজে নিজে আরবি শেখা সামগ্রীক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম্ভব হয়ে উঠে না।

কুরআ'ন বুঝে পড়ার লক্ষে আশির দশকের শেষ দিক হতে আমাদের অগ্রজ ভাই জনাব কাজী রেজাউর রহমানের উদ্দ্যোগে আমরা কয়েকজন পাঠক সপ্তাহে একদিন একটি নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হয়ে পাঠ গ্রহণ করতাম। এখানে আমরা বাংলায় অনুদিত তফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থ এবং শব্দ পরিচিতি ও শাব্দিক অর্থ ও ব্যাকরণের নিয়মাদি জানার লক্ষে **Cambridge University Press** হতে প্রকাশিত **W. Wright** এর **A Grammar of the Arabic Language** এবং **John Penrice** এর **Dictionary and Glossary of The Koran** প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতাম।

এই প্রেক্ষাপটে ইংল্যান্ড হতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জনাব আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ প্রণীত **Access to Quranic Arabic** শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাঠ্যক্রমটি আমাদের হাতে আসে। অধ্যয়ন শেষে বইটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু অবগত হওয়ার পর জানতে পারলাম যে, এরকম একটি গ্রন্থই আমাদের কাংক্ষিত ছিল। এরপর এই বইটির সাহায্যেই আমরা পাঠ দান শুরু করি। কিছু সংখ্যক পাঠকের পরামর্শে বইটির প্রথম খন্ড (Text Book) বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয় এবং বইটির বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে **'কুরআনীয় আরবি শিক্ষা'**। এই বইটিতে আরবি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মগুলি আলোচিত হয়েছে যা কুরআনের আরবি বুঝতে বেশ সহায়ক।

আলহামদুলিল্লাহ, এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পর হতেই দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বহু বাংলা ভাষাভাষি পাঠকবৃন্দ সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই বইটি প্রকাশের পরপরই কুরআ'নের সূরাগুলির শাব্দিক অর্থ ও শব্দ পরিচিতি জানার লক্ষে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত **John Penrice** সংকলিত **A Dictionary and Glossary of the Kor-an** এবং **Hans Wehr Dictionary** এর অনুকরণে **'কুরআনীয় অভিধান'** বইটি সংকলনের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং গত **মার্চ ২০১২** সালে **প্রথম প্রকাশ** করা হয়।

যে সব বিষয়ে সুধী পাঠক মহলের পক্ষ হতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেগুলো পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহিত হয়। এই কল্যাণময় কাজটি উন্নতমানের করার লক্ষে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ এবং অনুবাদ গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে গ্রন্থটির যথাসম্ভব সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জিত **দ্বিতীয় সংস্করণ** গত **মার্চ ২০১৬** প্রকাশ করা হয়।

আপ্রাণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যায়। কুরআনের শাব্দিক অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখার সময় আরো কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন পড়ে। এই সকল সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ সম্পন্ন করে বইটির **তৃতীয় সংস্করণ** প্রকাশ হতে যাচ্ছে, তাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে তাঁর অনুগ্রহের জন্য লাখো কোটি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই অভিধান প্রকাশ এবং মানোন্নয়নের জন্য সর্বজনাব কাজী মোঃ রেজাউর রহমান, মোঃ মোশাররফ হোসেন, মেজর (অব.) কামরুল হাসান, কামাল উদ্দীনসহ আরো অনেকের পরিশ্রম ও সহায়তা প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম পুরস্কার দিন এবং মুহাম্মদ আবু হেনা ভাইকে জান্নাতের প্রশংসিত স্থান দিন।

সবশেষে নিবেদন, এই সংস্করণেও কোনো ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা যদি কারো সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞবোধ করবো এবং আমরা পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনে যত্নবান হবো।

মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া

এই অভিধান প্রণয়নে গৃহীত পদ্ধতি

- ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত John Penrice সংকলিত A Dictionary and Glossary of the Kor-an এবং Hans Wehr Dictionary যে পদ্ধতিতে প্রনয়ণ করা হয়েছে সেই পদ্ধতির আলোকে এই অভিধান প্রণীত হয়েছে।

- এই অভিধানে মূলত মূল ক্রিয়াপদগুলি আরবি বর্ণমালার বর্ণানুক্রমানুসারে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

- যে সকল শব্দ ক্রিয়াপদ হতে উদ্ভূত নয় এবং অন্যান্য কিছু শব্দও আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে দেওয়া হয়েছে।

- আরবি ভাষায় মূল ক্রিয়াপদগুলি অতীতকালের অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু অধিকাংশ অভিধানে ক্রিয়াপদের অর্থ যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সরলভাবে অর্থ প্রকাশের লক্ষ্যে এই অভিধানেও ক্রিয়াপদের অর্থ অতীতকালের পরিবর্তে বর্তমানকালের অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং অবিভক্তযোগ্য সর্বনামটিও অনুবাদে আনা হয় নাই; যেমন: قَـتَلَ ক্রিয়ার আক্ষরিক অর্থ 'সে হত্যা করেছিল' কিন্তু এই অভিধানে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে 'হত্যা করা'।

- এই অভিধানে মূলত মূল ক্রিয়াপদের অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তার অধীনে উক্ত ক্রিয়াপদ হতে গঠিত 'উদ্ভাবিত ক্রিয়া' (২নং ফরম হতে ১১নং ফরমের মধ্যে যে ফরম এই ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়) এবং বিশেষ্যসহ অন্যান্য শব্দেরও অর্থ দেওয়া হয়েছে। উদ্ভাবিত ক্রিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা 'সংযোজনী-৩' এ দেওয়া হয়েছে।

- মূল ক্রিয়াপদের পাশেই তার বর্তমানকাল রূপ দেওয়া হয়েছে; যেমন: قَـتَلَ / يَقْتُلُ; এখানে قَـتَلَ মূল ক্রিয়াপদ এবং يَقْتُلُ বর্তমানকাল রূপ।

- শীর্ষ শব্দ এবং উদ্ভাবিত ক্রিয়াসমুহ রঙ্গিন (নীল রং) করা হয়েছে যাতে চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়।

- শব্দাবলির বিশেষ বিশেষ অর্থের জন্য কুরআ'নের আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং আয়াতের অর্থ Inverted commas এর মধ্যে রাখা হয়েছে।

- আমাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার প্রগ্রামের সীমাবদ্ধতার কারণে কুরআ'নে ব্যবহৃত তাজবীদের কিছু চিহ্ন বিশেষ করে তিন-আলিফ ও চার-আলিফ টান এর চিহ্ন দেওয়া যায় নাই। উল্টা-পেশ ও খাড়া-যের যথাসম্ভব হাতে দেওয়া হয়েছে।

- আরবি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কিছু নিয়মাবলি ও তথ্য যা প্রায়শ দেখা বা নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে তা পাঠকদের সুবিধার্থে এই অভিধানের শেষে সংযোজনীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

এই অভিধানে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ

শব্দ-সংক্ষেপ	মূল শব্দ
ক্রিয়া বি	ক্রিয়া-বিশেষ্য
কর্ম বি	কর্ম-বিশেষ্য
স্থান সময় বি	স্থান ও সময়-বিশেষ্য
যন্ত্র বি	যন্ত্র-বিশেষ্য
জাতি বি	জাতি-বিশেষ্য
তুলনা বিণ	তুলনামূলক বিশেষণ
পুং	পুংলিঙ্গ
স্ত্রী	স্ত্রীলিঙ্গ
কর্ম	কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত বিশেষ্য
কর্তা বি	কর্তা-বিশেষ্য
স্থান বি	স্থান-বিশেষ্য
সময় বি	সময়-বিশেষ্য
এক বি	একসংখ্যা-বিশেষ্য
সমষ্টি বি	সমষ্টি-বিশেষ্য
ক্রিয়া বিণ	ক্রিয়া বিশেষণ
গা মুন	গাইর মুনসারিফ

ا

أَ কি? (একটি অব্যয় [ক্রিয়া বিণ] যা বাক্যের প্রথমেই বসে); যখন দুইটি পাশাপাশি বক্তব্যের প্রথমটিতে বসে এবং পরেরটিতে أَمْ বসে; তখন উভয়কেই না-সূচক অর্থে গ্রহণ করা হয়; যেমন: أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْ 'তাদেরকে তুমি সতর্ক করো অথবা না করো'(২:৬); أَ প্রায়ই অন্য অব্যয়ের সামনেও বসে, যেমন: أَئِنَّكَ 'অবশ্যই তুমি কি?' (১২:৯০), أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ 'তবে তারা কি তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?'(১৬:৭১); যখন এই অব্যয়টি অন্য একটি أَ দ্বারা অনুসৃত হয় তখন সাধারণত একটি أَ উঠে যায়, যেমন: أَأَنْتَ এর পরিবর্তে أَنْتَ লেখা হয়, একইভাবে যখন أَ এর পরে ا আসে তখন সধারণত ا বিলুপ্ত হয়, যেমন: أَللهُ ।

اِئْتِنَا (اِئْتِ+نَا), اِئْتِ শব্দটি أَتَى ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব, পুং, একবচন; দেখুন أَتَى ।

أَبَّ/يَأْبِبُ এবং أَبَّ/يَأْبُبُ নড়ানো, সরানো; أَبٌّ গাছ-গাছালি, তৃণগুল্ম, সমষ্টিগতভাবে উদ্ভিদ, ঘাস, চারণভূমি।

اٰبَاءٌ দেখুন أَبٌ।

أَبَارِيْقُ (গা মুন) একবচন إِبْرِيْقٌ (বাটির মতো) বড় পানপাত্র বিশেষ।

أَبَتِ (মৌলিক রূপ أَبِي দেখুন أَبٌ।

أَبْتَرُ দেখুন بَتَرَ।

إِبْتِغَاءٌ দেখুন بَغَى।

أَبَدَ/يَأْبُدُ এবং أَبَدَ / يَأْبِدُ বন্য হওয়া, ছুটে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, ভয় পাওয়া, আতঙ্কিত হওয়া أَبِدَ / يَأْبَدُ স্থায়ী হওয়া, টিকে থাকা, চিরকাল থাকা, বাস করা; أَبَدًا চিরকাল, সর্বদা, চিরদিন, চিরতরে, চিরকালের জন্য; এই শব্দটি কুরআনে ২৮ বার এসেছে।

إِبْرٰهِيْمُ (গা মুন), নবী ইব্রাহিম (আ.); এটা হিব্রু শব্দ; এই নামটি কুরআনে প্রায় ৬৯ বার এসেছে।

أَبْـرِّئُ দেখুন بَـرَأَ।

أُبْرِئُ দেখুন بَـرَأَ।

أَبَقَ / يَأْبُقُ এবং أَبَقَ / يَأْبِقُ পলায়ন করা, দ্রুত প্রস্থান করা, নিরাপদ দুরত্বে চলে যাওয়া (إِلٰى এর সঙ্গে)।

أَبْكَارًا দেখুন بَكَرَ।

أَبَلَ (১নং ফরমে ব্যবহার নাই); إِبْلٌ এবং إِبِلٌ (জাতি বি) উট; إِبَّالَةٌ পাখীর ঝাঁক, বহুবচন أَبَابِيْلُ (গা মুন)।

إِبْلِيْسُ ইবলিস শয়তান, দেখুন بَلَسَ।

اِبْنٌ দেখুন بَنَى।

أَبٌ (মৌলিক রূপ أَبَوٌ) পিতা, বাবা, বাপ, জনক, পূর্বপুরুষ; শব্দটি যখন মুদাফ হিসাবে ব্যবহার হয় তখন একটি অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত হয়, যথা: কর্তৃকারকে أَبُو, সম্বন্ধকারকে أَبِي এবং কর্মকারকে أَبَا, যেমন: أَبُوْكَ তোমার পিতা, أَبَاهُ তার পিতা, أَبِيْنَا আমাদের পিতা, أَبِي لَهَبٍ লাহাবের পিতা; يَاأَبِي বা يَاأَبَتِ হে আমার আব্বা; দ্বিবচন কর্তৃকারক أَبَوَانِ পিতামাতা, কর্ম/ সম্বন্ধকারক أَبَوَيْنِ, যেমন: أَبَوَاهُ এবং أَبَوَيْهِ 'তার পিতা মাতা' (১২:৯৯), বহুবচন اٰبَاءٌ বা ءَابَاءٌ পিতাগণ, পিতৃপুরুষগণ; মূল ও উপরোক্ত ফরমের রূপসহ কুরআনে ১১৭ বার এসেছে।

أَبْوَابٌ দেখুন بَابٌ।

أَبَى / يَأْبَى প্রত্যাখান করা, অমান্য করা, মানতে রাজি না হওয়া, অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা (أَنْ এর সঙ্গে এবং إِلَّا এর সঙ্গে); মূল ও উপরোক্ত ফরমের রূপসহ কুরআনে ১৩ বার এসেছে।

أَتَتْ শব্দটি أَتَى ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ,

একবচন, স্ত্রী; দেখুন أَتَى।

اَتَتْ শব্দটি أَتَى ক্রিয়ার ৪নং ফরমের অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, স্ত্রী; দেখুন أَتَى।

اِتَّسَقَ দেখুন وَسَقَ।

أَتْقَنَ দেখুন تِقْنٌ।

اِتَّقَى দেখুন وَقَى।

أَتَى/يَأْتِيْ আসা, উপস্থিত হওয়া (কর্ম বা لِ এর সঙ্গে), আপতিত হওয়া, আনয়ন করা, নিয়ে আসা (বস্তু কর্ম এর সঙ্গে بِ এবং ব্যক্তি কর্ম এর সঙ্গে), আঘাত করা, সম্পাদন করা, (কোনো অপরাধ বা ত্রুটি) সংঘটিত করা, সম্মুখীন হওয়া (عَلٰى এর সঙ্গে), কোনো কিছু করা (কর্ম অথবা بِ এর সঙ্গে); অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, কর্মবাচ্যীয় রূপ اُتُوْا (মৌলিক রূপ أُتِيُوْا), اٰتٍ বা ءَاتٍ (কর্তা বি, মৌলিক রূপ أَاتِيٌ), স্ত্রীলিঙ্গ اٰتِيَةٌ বা ءَاتِيَةٌ যা আসে, যেমন: وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ ‘নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আসবে শাস্তি’ (১১:৭৬); مَأْتِيٌّ (কর্ম বি) যা ঘটেছে/ঘটবে, যেমন: كَانَ وَعْدُهُ مَاْتِيًّا ‘তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে’ (১৯:৬১); ءَاتَى বা اَتَى (৪নং ফরম) প্রদান করা, দেওয়া, সরবরাহ করা, নিয়ে আসা, যোগান দেওয়া (দুইটি কর্ম সহ); কর্মবাচ্য أُوْتِيَ (ব্যবহারিক রূপ أُوْتِيَ), বহুবচন اُوْتُوْا, যেমন: الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ‘যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল’ (৩:১৮৭); إِيْتَاءٌ (ক্রিয়া বি) দান, প্রদান; مُؤْتٍ (কর্তা বি) যে প্রদান করে, বহুবচন مُؤْتُوْنَ; মূল ও উপরোক্ত ফরমের রূপসহ কুরআনে ৫৫৫ বার এসেছে।

أَثَّ/يَأُثُّ এবং أَثَّ/يَاِثُّ অত্যন্ত বর্ধনশীল হওয়া, প্রাচুর্যপূর্ণ হওয়া; أَثَاثٌ সাংসারিক সামগ্রী, আসবাবপত্র, যে কোনো জিনিষ যা দ্বারা ধনদৌলত গঠিত হয়।

أَثَامٌ দেখুন أَثِمَ।

أَثَرَ/يَأْثُرُ এবং أَثَرَ/يَأْثِرُ উত্তেজিত করা, উড়ানো, বর্ণনা করা, উদ্ধৃত করা, প্রভাবিত করা, প্রভাবান্বিত করা, ছাপ রাখা (অতীত ঘটনাবলির দিক হতে) সম্পর্কিত করা (কর্ম এবং بِ এর সঙ্গে); أَثَرٌ পদ-চিহ্ন, আলামত, ছাপ, কীর্তি, লক্ষ্যযোগ্য চিহ্ন, প্রাচীন নিদর্শন, প্রাচীন ঐতিহ্য, ফলাফল, প্রভাব, স্বাভাবিক পরিণতি, বহুবচন اٰثَارٌ বা ءَاثَارٌ; أَثَارَةٌ ধ্বংসাবশেষ, স্মৃতিচিহ্ন; اٰثَرَ বা ءَاثَرَ (৪নং ফরম) সঞ্চারিত করা, অধিকতর পছন্দ করা, শ্রেয় মনে করা, প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া, পরম্পরায় বর্ণিত হওয়া, কোনো কিছুতে আসক্ত হওয়া, বেছে নেওয়া, যুক্তিযুক্ত মনে করা, অত্যন্ত পছন্দ করা; মূল ও উপরোক্ত ফরমের রূপসহ কুরআনে ২১ বার এসেছে।

أَثَلَ/يَأْثِلُ দৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠিত করা, অধিকতর সবল করা; أَثْلٌ (জাতি বি) চিরহরিৎ ঝাউগাছ বিশেষ।

أَثِمَ/يَأْثَمُ পাপ করা, গুনাহ করা, অপরাধ করা, পদস্খলন হওয়া; إِثْمٌ (ক্রিয়া বি) পাপ, গুনাহ, অন্যায়, দোষ, অবিচার; أَثَامٌ পাপ, পাপের জন্য শাস্তি; اٰثِمٌ বা ءَاثِمٌ (কর্তা বি) যে পাপ করে, পাপী, পাপিষ্ঠ, বহুবচন কর্ম/সম্বন্ধকারক اٰثِمِيْنَ; أَثِيْمٌ পাপী, দুষ্ট লোক, অন্যায়কারী, দুষ্কর্মকারী, অপরাধী; تَأْثِيْمٌ (ক্রিয়া বি, ২নং ফরম) অসৎ কাজ, পাপ কাজ, পাপ, অপরাধ, আইনের লঙ্ঘন, নিয়মের লঙ্ঘন।

أَجَّ/يَأُجُّ পোড়ানো, দগ্ধ করা, অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত হওয়া বা করা, শিখাবিস্তার করে জ্বলা; أُجَاجٌ লোনা, নোনতা, লবণাক্ত, লোনা পানি।

اِجْتَبَى দেখুন جَبَا।

أُجْتُثَّ শব্দটি جَثَّ ক্রিয়ার ৮নং ফরমের কর্মবাচ্য; দেখুন جَثَّ।

أَجْدَاثٌ (বহুবচন) সমাধি বা কবর, একবচন جَدَثٌ।

أَجَرَ/يَأْجِرُ এবং أَجَرَ/يَأْجُرُ মজুরি দেওয়া, পারিশ্রমিক

أَخْبَتَ দেখুন خَبَتَ।

أَخْدَانٌ দেখুন خِدْنٌ।

أُخْدُوْدٌ দেখুন خَدَّ।

أَخَذَ/ يَأْخُذُ গ্রহণ করা, ধারণ করা, তুলে নেওয়া, পাওয়া (কর্ম সহ এবং بِ এর সঙ্গে); নেওয়া, সংগ্রহ করা, নিয়ে যাওয়া, কবজা করা, আঁকড়ে ধরা, গ্রেফতার করা, চেপে ধরা, শাস্তি দেওয়া, কষ্ট দেওয়া (ব্যক্তি কর্ম এর সঙ্গে عَلَى অথবা কর্ম এর সঙ্গে), হরণ করা, অবলম্বন করা, যেমন: قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ 'আমরাতো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' (৯:৫০); أَخْذٌ (ক্রিয়া বি) গ্রহণ, ধরণ, প্রাপ্তি, দখল, কব্জাকরণ, পাকড়াও; أَخْذَةٌ (এক বি) একটি শাস্তি; أٰخِذٌ বা ءَاخِذٌ (কর্তা বি) যে গ্রহণ করে, প্রাপক, পাকড়াওকারী, লাভকারী, কবজাকারী, দখলকারী, বহুবচন কর্ম/ সম্বন্ধকারক ءَاخِذِيْنَ; أٰخَذَ বা ءَاخَذَ (৩নং ফরম) দোষ দেওয়া, ধরা, গ্রেপ্তার করা, কাউকে তিরস্কার করা, পাকড়াও করা, শাস্তি দেওয়া (ব্যক্তি কর্ম এবং بِ এর সঙ্গে অপরাধ); اِتَّخَذَ (৮নং ফরম) গ্রহণ করা, লওয়া, পছন্দ করা, গঠন করা, (وَلَدًا শব্দটির সঙ্গে) সন্তান জন্ম দেওয়া, যেমন: اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন' (২:১১৬), বেছে নেওয়া, বানানো, নিজের জন্য তৈরি করা, যেমন: كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا 'তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য ঘর বানায়' (২৯:৪১), أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا 'আমরা কি উহাদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করতাম' (৩৮:৬৩), أَتَّخَذْنٰهُمْ শব্দটি أَاتَّخَذْنٰهُمْ এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে, এখানে সংযুক্তকারী আলিফটি প্রশ্নবোধক অব্যয় (হামজা) এর জন্য উহ্য রয়েছে, উপায় মনে করা, যেমন: وَيَتَّخِذُ مَايُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ 'যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় মনে করে' (৯:৯৯), কাজে

দেওয়া, প্রতিফল দেওয়া, পারিতোষিক দেওয়া, পুরস্কৃত করা, দন্ডিত করা; أَجْرٌ (ক্রিয়া বি) মজুরি, বেতন, পারিতোষিক, প্রতিফল, পুরস্কার, যৌতুক, মোহর, বহুবচন أُجُوْرٌ; اِسْتَأْجَرَ (১০নং ফরম) ভাড়া করা, ভাড়া দেওয়া, ভাড়া নেওয়া, ইজারা দেওয়া, ইজারা নেওয়া, মজুর নিয়োগ করা।

أَجِلَ/يَأْجَلُ বিলম্বিত হওয়া, মুলতবি হওয়া, স্থগিত হওয়া, দেরি হওয়া; أَجْلٌ কারণ, যেমন: مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ 'ঐ কারণে'(৫:৩২); أَجَلٌ নির্ধারিত সময়, মেয়াদ, পূর্ব নির্ধারিত সময়, দ্বিবচন أَجَلَيْنِ; أَجَّلَ (২নং ফরম) স্থগিত করা, রহিত করা, বিলম্বিত করা, মুলতবি করা, সময় নির্ধারণ করা (কর্ম এবং لِ এর সঙ্গে); مُؤَجَّلٌ (কর্ম বি) বিলম্বিত, স্থগিত, সময়-নির্ধারিত, যেমন: كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا 'একটি অবধারিত মেয়াদ' (৩:১৪৫)।

أَجِنَّةٌ দেখুন جَنَّ।

أَجْنِحَةٌ দেখুন جَنَحَ।

أُجُوْرٌ দেখুন أَجَرَ।

أَحَادِيْثُ দেখুন حَدَثَ।

أَحَاطَ দেখুন حَاطَ।

أَحِبَّآءُ দেখুন حَبَّ।

أَحَدٌ এক, একজন, যে কোনো একটি, কেউ; স্ত্রীলিঙ্গ إِحْدَى; এই শব্দটির অপর একটি রূপ وَاحِدٌ দেখুন وَحِدَ।

أُحْصِنَّ শব্দটি حَصُنَ ক্রিয়ার ৪নং ফরমের, অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, স্ত্রী, কর্মবাচ্য; দেখুন حَصُنَ।

أَحْلَامٌ দেখুন حَلُمَ।

أَحْزَابٌ দেখুন حَزَبَ।

أَحْوَى দেখুন حَوَى।

নিয়োজিত হওয়া, (দয়ার সঙ্গে) আচরণ করা, যেমন: وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ‘অথবা ইহাদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো’(১৮:৮৬, ব্যক্তির সঙ্গে فِيْ); اِتِّخَاذٌ (ক্রিয়া বি) নিজের উপর দায়িত্ব গ্রহণ করার কাজ; مُتَّخِذٌ (কর্তা বি) যে গ্রহণ করে, স্ত্রীলিঙ্গ مُتَّخِذَةٌ, বহুবচন (স্ত্রী) مُتَّخِذَاتٌ।

أَخَرَ/يَأْخِرُ পিছনের দিকে রাখা, আগের জায়গায় রাখা, স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা; اٰخَرُ বা اٰخَرُ آخَرُ অপর, অন্য, আর, স্ত্রীলিঙ্গ أُخْرٰى; দ্বিবচন آخَرَانِ ; বহুবচন (পুং) اٰخَرُوْنَ বা آخَرُوْنَ বা ءَاخَرُوْنَ); কর্ম/ সম্বন্ধকারক ءَاخَرِيْنَ, বহুবচন (স্ত্রী) أُخَرُ, আয়াত (৩:১৫৩) এ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ‘পিছনে’, যেমন: فِيْ أُخْرٰكُمْ ‘তোমাদের পিছনে’; اٰخِرُ বা آخِرُ শেষ, সর্বশেষ, শেষাংশ, অন্তিম, অন্ত, পরবর্তী, পরের দিকের সময়, পরবর্তী বংশধর, বহুবচন কর্তৃকারক اٰخِرُوْنَ, কর্ম/ সম্বন্ধকারক اٰخِرِيْنَ, স্ত্রীলিঙ্গ اٰخِرَةٌ বা آخِرَةٌ; اَلْاٰخِرَةُ বা اَلْآخِرَةُ পরকাল, আখিরাত, পরকালের জীবন; أَخَّرَ (২নং ফরম) বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, দেরি করা, পিছিয়ে দেওয়া, পিছনে ছেড়ে আসা, কোনো কিছু থেকে কারো মনোযোগ সরিয়ে রাখা (কর্ম এবং عَنْ এর সঙ্গে), যেমন: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ‘আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি’(১১:৮), কাউকে সাময়িক অবসর দেওয়া (কর্ম এবং إِلٰى সহ); تَأَخَّرَ (৫নং ফরম) পিছিয়ে পড়া, বিলম্ব করা, দেরি করা, খুব ধীরে চলা, যেতে দেরি করা, অন্যের পরে আসা; اِسْتَأْخَرَ (১০নং ফরম) পিছনে থাকা, কালক্ষেপণ করা, দেরি করা, বিলম্ব করা, পিছিয়ে পড়া; مُسْتَأْخِرٌ (কর্তা বি) যে গড়িমসি করে, যে পিছনে থাকে, বহুবচন কর্ম/ সম্বন্ধকারক مُسْتَأْخِرِيْنَ।

أَخْزَيْتَ শব্দটি خَزِيَ ক্রিয়ার ৪নং ফরমের অতীতকাল, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুং; দেখুন خَزِيَ।

أَخْفٰى দেখুন خَفِيَ।

أَخِلَّاءُ দেখুন خَلَّ।

أَخُوْنَهُ দেখুন خَانَ।

أَخٌ (মৌলিক রূপ أَخَوٌ) ভাই, ভ্রাতা, সহোদর; শব্দটি মুদাফ হিসাবে ব্যবহার হলে কর্তৃকারকে أَخُوْ, সম্বন্ধকারকে أَخِي, কর্মকারকে أَخَا রূপ গ্রহণ করে, দ্বিবচন কর্তৃকারক أَخَوَانِ, কর্ম/ সম্বন্ধকারক أَخَوَيْنِ, বহুবচন إِخْوَةٌ এবং إِخْوَانٌ (শব্দটি সাধারণ অর্থে সঙ্গীগণ বা বন্ধুগণও বুঝায়); أُخْتٌ (প্রকৃত রূপ أَخَوَةٌ) বোন, ভগিনী, একই মূল থেকে উদ্ভূত, প্রতিমূর্তি, দ্বিবচন أُخْتَانِ, বহুবচন أَخَوَاتٌ।

أَدَّ/ يَأُدُّ/أَدَّ এবং يَـإِدُّ আপতিত হওয়া, এসে পড়া, আঘাত করা, পীড়া দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া; إِدٌّ নৃশংস, জঘন্য, অতি-বিভৎস, চরম তিরস্কারযোগ্য।

إِدَّارَأْتُمْ দেখুন دَرَأَ।

إِدْرَاكَ দেখুন دَرَكَ।

أَدُّوْا শব্দটি أَدَى ক্রিয়ার ২নং ফরমের অনুজ্ঞাভাব; দেখুন أَدَى।

أَدَاءٌ দেখুন أَدَى।

أَدْبَارٌ দেখুন دَبَرَ।

اِدْرَؤُا শব্দটি دَرَأَ ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব বহুবচন; দেখুন دَرَأَ।

أَدْعِيَآءٌ দেখুন دَعَا।

أَدْلٰى দেখুন دَلَا।

أَدَمَ /يَأْدِمُ পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করানো, বাদামি হওয়া; اٰدَمُ (গা মুন) আদম (আ.)।

أَدْنٰى দেখুন دَنَا।

তোমরা জেনে রাখ' (পাশাপাশি হরকত বিহীন হামযা ও আলিফ আসায় অনুজ্ঞাভাবের আলিফ উঠে গেছে); إِذْنٌ (ক্রিয়া বি) অনুমতি, সম্মতি, আদেশ, হুকুম, ইচ্ছা; أُذُنٌ কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় (স্ত্রী), বহুবচন آذَانٌ; أَذَانٌ আযান, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা; أَذَّنَ (২নং ফরম) ঘোষণা দেওয়া, আযান দেওয়া, অবহিত করা (أَنْ এর সঙ্গে বা বস্তু কর্ম এর সঙ্গে بِ); مُؤَذِّنٌ (কর্তা বি) ঘোষণাকারী, মুয়াজ্জিন; آذَنَ বা ءَاذَنَ (৪নং ফরম) অবহিত করা, জানিয়ে দেওয়া, জানানো, ঘোষণা দেওয়া (ব্যক্তি কর্ম সহ) নিশ্চিত করা; تَأَذَّنَ (৫নং ফরম) ঘোষণা করা, জ্ঞাপন করা, আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো; اِسْتَأْذَنَ (১০নং ফরম) অনুমতি চাওয়া (أَنْ এর সঙ্গে অথবা ব্যক্তি কর্ম এবং لِ এর সঙ্গে বস্তু কর্ম), অব্যাহতি চাওয়া, যেমন: لَا يَسْتَأْذِنُكَ 'তারা অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা করে না'(৯:৪৪-৪৫)।

أَذِيَ / يَأْذَىٰ কষ্ট পাওয়া, আঘাত পাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া; أَذًى (ক্রিয়া বি, মৌলিক রূপ أَذَىٌ) কষ্ট, ক্ষতি, অনিষ্ট, আঘাত, কষ্টদায়ক অবস্থা, অশুচি; آذَىٰ বা ءَاذَىٰ (৪নং ফরম) কষ্ট দেওয়া, পীড়া দেওয়া, উৎপীড়ন করা, অসুবিধায় ফেলা, অপকার করা, বিরক্ত করা, অনিষ্ট করা, যেমন: فَاٰذُوْهُمَا (৪:১৬) 'তাহলে তাদের দুইজনকেই শাস্তি দাও'; أُوْذِيَ (মৌলিক রূপ أُأْذِيَ) 'নিগৃহীত হওয়া' (২৯:১০); সূরা আলি ইমরানে أُوْذِيَ (৩:১৯৫) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'নির্যাতিত হয়েছে'; বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন يُؤْذِيْ এবং বহুবচন يُؤْذُوْنَ।

أَرَآئِكُ দেখুন أَرَكَ।

أَرَبَ / يَأْرِبُ দক্ষ হওয়া, প্রতিভাবান হওয়া, ভালো জিনিস অর্জন করা, চতুর হওয়া, নিপুণ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, গিঁট শক্ত করে বাঁধা (); أَرِبَ / يَأْرَبُ আসা করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, ; إِرْبَةٌ (ক্রিয়া বি) অভিলাষ,

أَدْهَىٰ দেখুন دَهَىٰ।

أَدَىٰ প্রদান করা, পৌঁছে দেওয়া, সঞ্চারিত করা, সমর্পণ করা, হস্তান্তর করা; أَدَاءٌ (মৌলিক রূপ أَدَايٌ) আদায়, পরিশোধ, প্রদানযোগ্য, পালন, সম্পাদন; أَدَّىٰ (২নং ফরম) পরিশোধ করা, আদায় করা, সম্পাদন করা, গাড়ীতে করে পৌঁছে দেওয়া, গ্রহণ করা, প্রত্যার্পণ করা, হস্তান্তর করা, সম্পন্ন করা, নিস্পন্ন করা (কর্ম এবং إِلَىٰ এর সঙ্গে); يُؤَدِّيْ (বর্তমানকাল), যেমন: فَلْيُؤَدِّ 'তাহলে সে (আমানতের মালামাল) প্রত্যর্পণ করুক (২:২৮৩); أَدُّوْا إِلَيَّ 'আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর' (৪৪:১৮)।

إِذْ এবং إِذَا স্মরণ করো, যখন, ঐ সময়ে; إِذًا তাহলে, সেক্ষেত্রে; (আরবিভাষী ব্যাকরণবিদগণ এই শব্দগুলিকে অপরিবর্তনীয় বিশেষ্য বলে গণ্য করেন অর্থাৎ কারক পরিবর্তন হলেও শব্দের রূপ পরিবর্তন হয় না); এই শব্দগুলি অন্য শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভিন্ন শব্দ বা বাক্য গঠন করে; যেমন: حِيْنَئِذٍ এবং يَوْمَئِذٍ তখন, ঐ সময়, ঐ দিন, যখন; أَ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) এর সঙ্গেও إِذًا বাক্য গঠন করে; যেমন: أَئِذًا তা হলে কি ? ইত্যাদি; কুরআনে কোনো বাক্য শুরু করার সময় প্রায়শ إِذْ এবং إِذًا শব্দ দুইটির ব্যবহার হতে দেখা যায়।

أَذْقَانٌ দেখুন ذَقَنَ।

أَذَقْنَا শব্দটি ذَاقَ ক্রিয়ার অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, বহুবচন; দেখুন ذَاقَ।

أَذِلَّةٌ দেখুন ذَلَّ।

أَذِنَ / يَأْذَنُ অনুমতি দেওয়া, হুকুম দেওয়া, শুনতে পাওয়া, জানতে পারা, কান পেতে শোনা (ব্যক্তি কর্ম এর সঙ্গে لِ এবং বস্তু কর্ম এর সঙ্গে بِ ও ক্রিয়ার সঙ্গে أَنْ); এই ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব اِيْذَنُوْا বা اِأْذَنُوْا -এর পূর্বে فَ থাকলে যেভাবে লেখা হয় তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় সূরা বাকারাতে (২:২৭৯), যেমন: فَأْذَنُوْا 'তবে